কিশোর অপরাধ ও এর প্রতিকার

ডাঃ জিল্লুর রহমান রতন
সহকারী অধ্যাপক, শিশু-কিশোর মানসিক রোগ বিভাগ
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা
e-mail:mzrkhhan@gmail.com

কশোর অপরাধ বৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রবণতায় উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। ভিডিও গেমস নিয়ে কথা কাটাকাটির কারণে স্কুল সহপাঠীকে হত্যা করা থেকে শুরু করে সেমিষ্টার ফি জোগার করতে বন্ধুকে খুন- এসব খবর আমরা প্রত্রিকার পাতায় হরহামেশাই দেখছি। এ ছাড়াও কিশোরদের মধ্যে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ যেমন মাদক ব্যবসায় জড়িত হওয়া, অবৈধ অস্ত্র বহন ও ব্যবহার, গাড়ীচুরি, পকেটমার, চাঁদাবাজী, ছিনতাই, অপহরণ, হত্যাপ্রচেষ্টা ও বোমাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ নতুন একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আর্বিভুত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

কিশোর অপরাধী তাদের কেই বলা হয় যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু এমন একটি অপরাধ সংঘঠিত করেছে যেটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আইনের দৃষ্টিতে দন্ডনীয়। বিভিন্ন দেশে আইনের মাধ্যমে কিশোর অপরাধের এ বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয়। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ বয়সসীমা ১০ বছর হলেও জতিসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফ এটি ১২ বছর করার পক্ষে। আমাদের দেশে ২০০৪ সালে এ বয়সসীমা ৭ থেকে ৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে যেটি জাতীয় শিশু নীতিতে আরও বাড়ানোর চেষ্টা প্রক্রিয়াধীন। সারা বিশ্বে কিশোর অপরাধের মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত জাতীয় পরিসংখ্যান না থাকলেও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ (২০০৮) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, আমাদের দেশের বিভিন্ন কারগারে ১৯৯০ সালে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪ জন যা ২০০০ সালে বেড়ে দাড়িয়েছিল ৫৭৪ জনে। বর্তমানে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করায় এ সংখ্যা নেমে দাড়িয়েছে ২০৫ এ (ইউনিসেফ ২০০৯)। কিন্তু এ এসব পরিসংখ্যান আমাদের দেশের কিশোর অপরাধের শুদুমাত্র আংশিক চিত্র বহন করে; কোনভাবেই পুরোটা নয়।

বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাধকে শহুরে বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর ব্যাপ্তি শহর, গ্রামাঞ্চল ও আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সব জায়গায় বিস্তৃত। অপরাধ সংঘঠনে বৈচিত্র্য থাকলেও বিষয়টি সার্বজনীন। আমাদের দেশের চিত্রও প্রায় একইরকম। কিশোর অপরাধকে একসময় বখে যাওয়া ক্ষুদ্র উপদলীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপাদান যেমন জিনেটিক বা বংশগতি, ব্যক্তিত্বের ধরণ, বেড়ে উঠার পরিবেশ, অভিবাবকত্বের ধরণ, পরিবার ও আর্থসামাজিক বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন, পুঁজিবাদী সভ্যতার সৃষ্ট ভোগসর্বস্ব সমাজ, ন্যুনতম সুবিধা বঞ্চিত কৈশোর, নৈতিক মূল্যবোধর অবক্ষয় অনেকাংশে দায়ী। দলগত অপরাধ ছাড়াও কিশোর অপরাধ এককভাকে ও ধ্বংসাত্মক পর্যায়েরও হতে পারে। বর্তমানে সমাজে শিশু-কিশোরদের

সুস্থ বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ভিডিও গেমস, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে বেশী আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। সমাজ পরিবর্তনের এ ধারাটি ও কিশোর অপরাধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোর অপরাধীদের দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১২ থেকে ১৬ বছর এবং বেশীর ভাগ ছেলে। কিন্তু বর্তমানে কিশোরীদের মাঝেও অপরাধ প্রবণতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিশোর অপরাধের কারণের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, একবার অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলে তার আর ফেরার উপায় থাকেনা। আবার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধের সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র উপদলের সংস্রবে এসেও কিশোরগণ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অনেকে বলে থাকেন অপরাধ প্রবণতা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। শিশু কিশোরদের প্রতি সহিংসতা, নিচুমানের পারিবারিক সম্পর্ক যেমন দাম্পত্য কলহ, ডিভোর্স ও পারিবারিক নির্যাতন তদের অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়িয়ে তোলে। কিছু মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন, আচরণগত সমস্যা, পড়াশুনায় অমনযোগিতা, অতিচঞ্চলতা, সহিংস আচরণ, সাধারণের তুলনায় কম বুদ্ধি, বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি কিশোর অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য কিশোর অপরাধীদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মনোসামাজিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অবস্থা নিরুপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিশোর অপরাধ সংঘটিত হলে আদালত থেকে তাকে চিকিৎসার জন্যে, সংশোধনাগারে পাঠানো কিংবা সতর্ক করে ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামীর সাথে রাখা বা তাদের মতো বিবেচনা করা যাবেনা।

কিশোর অপরাধীদের ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের ভেতর পুর্নবার অপরাধ করার প্রবণতা হ্রাস করা।

আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী কিশোর অপরাধীদের প্রচলিত আদালতের পরিবর্তে কিশোর অপরাধের জন্য বিশেষ কিশোর আদালতের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে কিশোরদের পর্যাপ্ত সহযেগিতার মাধ্যমে তার আচরণ সংশোধনের সুযোগ থাকতে হবে। এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে তাকে শাস্তির পরিবর্তে সঠিকপথে বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা। অনেকসময় কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের পরিবর্তে শুধু অভিবাবকদের সর্তক হয়ে মনোসমাজিক সহায়তা গ্রহণ, অভিবাবকদের প্রশিক্ষণ, আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সেই সাথে মনেচিকিৎসক ও মনোবিদের সহায়তায় তাদের বিদ্যমান মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিশোরদের জন্য গাজীপুর ও যশোহরে দুটি এবং কিশোরীদের জন্য গাজীপুরে একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। এসব কেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ও বিদ্যমান কেন্দ্রগুলির সেবার মান বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় লোকবল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে জতিসংঘ নীতিমালা (রিয়াদ গাইডলাইন ১৯৮৮) অনুযায়ী যেকোন সমাজে অপরাধ দমন নীতিমালায় কিশোরদের জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের জাতীয় শিশু নীতিতেও বিষয়টির অর্ন্তভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। অপরাধের মামলায় যে শিশু হাটতে পারেনা তাকে তার পিতার কোলে চড়ে আদালতে গিয়ে জামিন নেয়ার ঘটনাও আমরা পত্রিকায় দেখেছি। এসব বিষয়ের আশু সুরাহা প্রয়োজন এবং কিশোর আদালতের কাজের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। কিশোরদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা, খেলাধূলা, স্কাউটিং ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ তৈরী করতে হবে। সেইসাথে তাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এতে তারা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের পরিবর্তে সৃজনশীল কাজে বেশী উৎসাহী হবে। যুব উন্নয়ন কর্মসূচীকে আরও বেগবান করা প্রয়োজন। শিশু কিশোরদের সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে ও কমিউনিটিতে বেড়ে উঠার সুযোগ তৈরী করতে হবে। তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের জাতীয় অগ্রগতি ব্যহত হবে। আর কিশোর অপরাধ প্রতিরাধে আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণের সময় এখনই।

For Mental Health and Psycho-Social Consultation

Contact

SHELINA FATEMA BINTE SHAHID

Clinical Psychologist & Assistant Professor
Department of Psychiatry,
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU)
Mobile: 01715084935
Email: shelinashahid@yahoo.com